ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬০ ● কলকাতা ● ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০২ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'চমকিলা'তে অভিনয়ে কেন রাজি হন পরিণীতি? পৃঃ ৫

রোনালদোর ৭৫০ গোলের মাইলফলক, জয় পেল আল নাসের পৃঃ ৬

৭ তারিখ বিজেপিতে

মেগা যোগদান, গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে পারেন তৃণমূলের দুই হেভিওয়েট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দলবদলের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। গতকাল কংগ্রেসত্যাগী নেতা কৌস্তভ বাগচী যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। গতকাই শুভেন্দু অধিকারী বার্তা দিয়েছিলেন ৭ তারিখ ধমাকা হবে। কী সেই ধমাকা এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইটে জল্পনা বাড়িয়েছেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজনৈতিক পরিচয় মুছে ফেলে নিজের সাংবাদিক পরিচয় কেবল রেখেছে। সেই সঙ্গে উত্তর কলকাতার এক তৃণমূল নেতাকে নাম না করে নিশানা করেছেন তিনি। তাতে জল্পনার পারদ আরও চড়েছে। এবার কোন ইউকেট পড়তে চলেছে এবারে লোকসভা ভোটের আগে সে নিয়ে জোর জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে।শোনা যাচ্ছে আগামী ৭ মার্চ বিজেপিতে যোগ

এরপর ৩ পাতায়

ভাঙলেন নীরবতা, 'থাকতে চাইছি না', অকপট কুণাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এক্স হ্যান্ডেলে রাজনৈতিক পরিচয় মুছতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদের পাশাপাশি দলীয় মুখপাত্রের পদও ছেড়েছেন বলে খবর শোনা গিয়েছিল। দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে তিনি পদ ছাড়ার কথা জানিয়েও ছিলেন বলে খবর। যদিও কুণাল ঘোষের তরফে কোনও অফিসিয়াল বিবৃতি পাওয়া যায়নি।সূত্রের খবর, কলকাতার এক নেতার প্রতি রুষ্ঠ কুণাল। তাঁর ভূমিকায়, কাজে গলের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে বলে ঘনিষ্ঠমহলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। সেই অভিমানেই তিনি দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ পদ ছেড়েছেন বলে মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের। সেই নেতাকে নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিকে এরইমধ্যে আবার খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। খানিক রসিকতার সুরেই বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, "অপেক্ষা করুন না। লোকসভা ভোট আসতে দিন, তারপর দেখবেন কতজনের কত কী উঠে যাবে।" আক্রমণ শানিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও।শেষ পর্যন্ত তা এল। লিখলেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসের এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র পদে থাকতে চাইছি না। সিস্টেমে আমি মিসফিট। আমার পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

এরপর ৩ পাতায়

মোদী-মমতা বৈঠক হল রাজভবনে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজভবনে শুরু হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক। আরামবাগের সভা সেরে রাজভবনে গিয়েছেন মোদী। সেখানে পৌঁছেছেন মমতাও। নবান্ন সূত্রে ওই বৈঠককে প্রোটোকল রক্ষা বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রেও একই কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, বাংলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরামবাগে যে 'অসত্য' বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা তা সহ্য করবেন না।

ফলে প্রোটোকল এবং সৌজন্য রক্ষার্থে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের একটি সময় রাখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেই সময়েই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ওই সাক্ষাতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "না গেলে খারাপ দেখাত। তাই মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে যাচ্ছেন। কিন্তু এমন মনে করার কোনও কারণ নেই যে, প্রধানমন্ত্রী আরামবাগের সভায় বাংলা সম্পর্কে যে অসত্য ভাষণ দিয়ে এসেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তা মেনে নিচ্ছেন না!" তবে সেই মনোভাব মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট করবেন কি না, সে বিষয়ে ওই মন্ত্রী কোনও মন্তব্য করতে চাননি।বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ একটি ফাইল হাতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে ঢুকতে দেখা যায়।

মোদীর সঙ্গে মমতার ওই বৈঠক নিয়ে সুর চড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আরামবাগেই তিনি বলেন, "রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর পা ধরতে যাচ্ছেন! কিন্তু এ সব করে কোনও লাভ হবে না।" ঘটনাচক্রে, বিজেপির কোনও রাজ্য নেতার সঙ্গে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর শুক্রবার বৈঠক করার কথা নেই। তাঁদের সঙ্গে আবার মোদীর দেখা হবে শনিবার কৃষ্ণনগরের সভায়। সেই সভা সেরে তিনি রাজ্য ছাড়বেন।

মোদী-মমতা বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বলা হয়েছে, এখনও লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। সাধারণত প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এলে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রিসভার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রেসকোর্স হেলিপ্যাডে গিয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী যখন অন্ডাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। কিন্তু বিকেলে যখন কলকাতা শহরে আসেন প্রধানমন্ত্রী, তখন সে রকম কিছু হয়নি।

সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার হুগলির আরামবাগের জনসভায় থেকে সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এদিন জনসভা থেকে মোদি বলেন, তৃণমূল সন্দেশথালির বোনেদের সঙ্গে যা করেছে গোটা দেশ দেখতে পাচ্ছে। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে তাতে দেশ দুঃখিত। সন্দেশখালি মমতার থেকে সাহায্য চেয়েছিল।এদিন মোদির ভাষণে শুধু সন্দেশখালি নয়, দুর্নীতি ইস্যুতেও তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে শোনা যায়। শিক্ষা, পুরসভা ও রেশন দুর্নীতিতেও তৃণমূল জড়িত, মোদির বক্তব্যে স্পষ্ট। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। এতো টাকা কোনও সিনেমাতেও দেখা যায়নি। গরীবদের টাকা লুঠ করতে দেব না। লুঠেরাদের হারাতে হবে বলেও হুঙ্কার দেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবে আরামবাগের এই জনসভা থেকে রাজ্যে লোকসভা

এরপর ৩ পাতায়

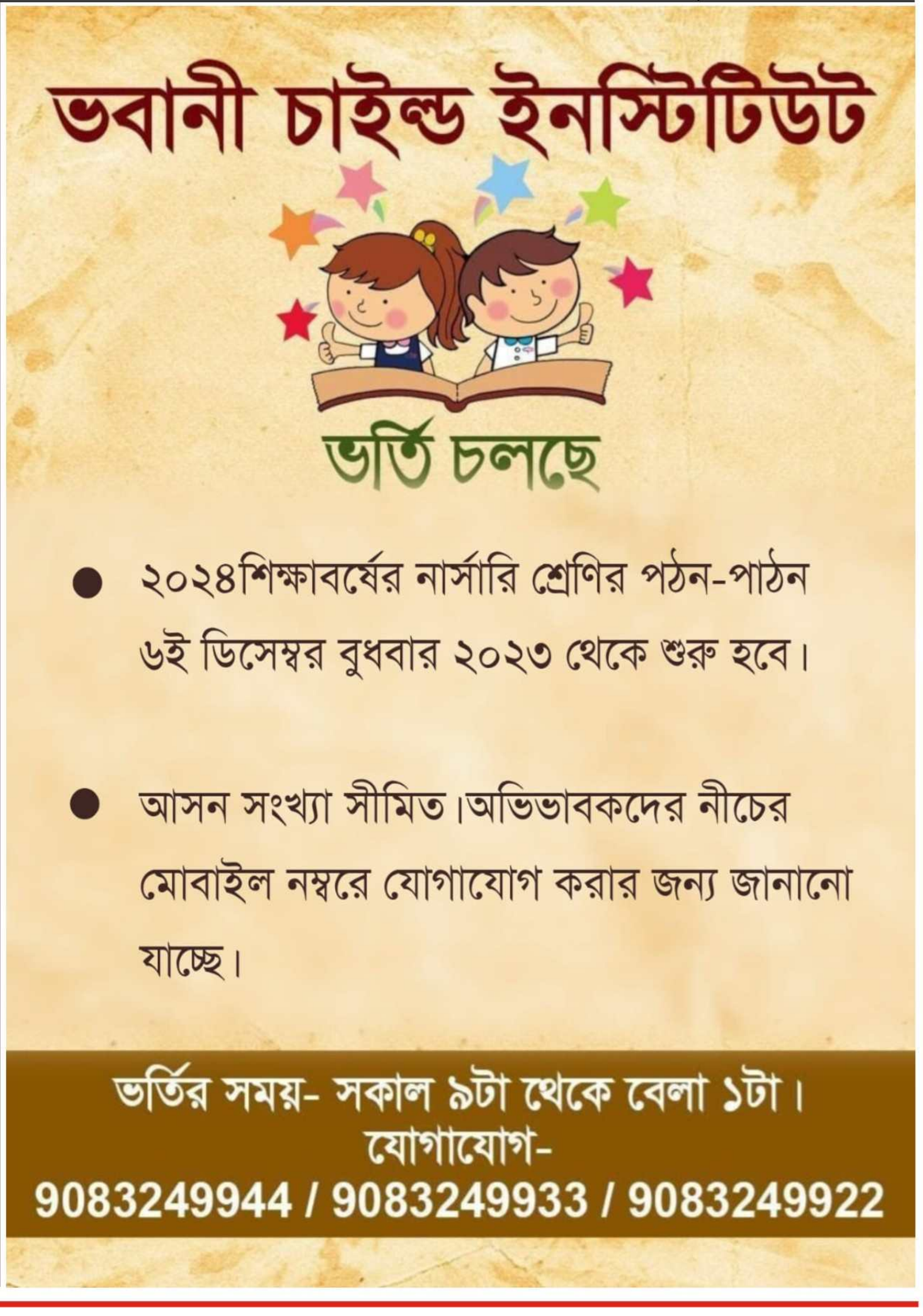

বাতিল হচ্ছে না ১১৭ লোকাল ট্রেন, বিবৃতি দিয়ে জানাল রেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দমদমের ইন্টারলকিং কাজের জন্য যে ১১৭টি ট্রেন শনিবার এবং রবিবার বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত রদ করা হল। ১ মার্চ থেকে দমদমে ইন্টারলকিংয়ের কাজ হওয়ার কথা ছিল। সে কারণেই শতাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়েছিল রেল। একদিন আগেই দেওয়া হয়েছিল বিবৃতি। তাতেই জানানো হয়েছিল আগামী শনিবার ও রবিবার শিয়ালদহ থেকে ডানকুনি, হাবরা, হাসনাবাদ, গোবরডাঙা, দত্তপুকুর, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, বর্ধমান, কাটোয়া লাইনের একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে কখনও রেল ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, কখনও আবার ওভারহেডের কাজ, কখনও আবার সিগন্যালের কাজের জন্য লাগাতার গুচ্ছ গুচ্ছ ট্রেন বাতিল হয়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার দেখা গিয়েছে এই ছবি। চরমে উঠেছে যাত্রী দুর্ভোগ। এরইমধ্যে একেবারে ১১৭টি ট্রেন বদলের সিদ্ধান্তে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল।খবর সামনে আসতেই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে তা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এবার আরও একটি বিবৃতি দিয়ে রেল জানিয়ে দিল আপাতত ইন্টারলকিংয়ের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই বাতিল থাকছে না কোনও ট্রেন। এদিন প্রেস বিবৃতিতে রেলের তরফে বলা হয়েছে, দমদম জংশনে পূর্ব নির্ধারিত কাজ যা ১ তারিখ থেকে ৪ তারিখের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। আগে বিবৃতি দিয়ে কাজের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু, সেটা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। তাই ওই দিনগুলিতে অন্যদিনের মতোই স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবা পাওয়া যাবে। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চৈতন্য ধাম নবদ্বীপের মায়াপুরে রাজ্যপাল

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : শ্রীচৈতন্য ধাম নবদ্বীপের মায়াপুরের চৈতন্য মঠের জগদগুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সার্ধশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২৭ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। ২৯ শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস উপস্থিত হন। দেড়শ তম শ্রী ব্যাস পূজা তিথি উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যপাল। মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শুভ্রকমল মুখার্জী বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীবিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সলর। রাজ্যপাল বাংলাতে বক্তব্য রাখেন। বাংলাকে মা বলে সম্বোধন করেন। জাতীয় ভাষাহিন্দি। আমি আপনাদের সামনে শিশু রাজ্যপাল। শিশুরা যেমন সবসময় মায়ের কাছে সুরক্ষিত থাকে, ঠিক বাংলাতে বাংলা মায়ের কাছে আমি সুরক্ষিত রয়েছি।

অন্য রাজ্যের মতো উন্নয়ন হোক বাংলাতেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অন্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও উন্নয়ন হোক। রেল পরিষেবায় বাংলায় জোর দেওয়ার কথা উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের মুখে বাংলায় পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়ার পাশাপাশি এদিন ৭২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধনও করলেন তিনি।পাশাপাশি অমৃত ভারত স্পেশনে কীভাবে বাংলার স্টেশনগুলি বদলে যাচ্ছে তাও এদিন তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদী। বলেন, বাংলার ১০০ টি স্টেশনের চেহারা বদলে যাচ্ছে অমৃত ভারত প্রকল্পের। যার মধ্যে তারকেশ্বর স্টেশন অন্যতম বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে গত ১০ বছরে ১৫০টি নতুন ট্রেনের পরিষেবা চালু হয়েছে। যার মধ্যে বাংলা থেকে পাঁচটি বন্দে ভারত রয়েছে। পাশাপাশি গত ১০ বছরে বন্ধ থাকা একাধিক প্রকল্পের কীভাবে মোদী সরকারের কথাও এদিন তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদী। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে এদিন যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন হয়েছে সেগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে বলেও এদিন সরকারি মঞ্চ থেকে জানান প্রধানমন্ত্রী।সেই তালিকায় রেল থেকে শুরু করে একাধিক প্রকল্প রয়েছে। লোকসভা ভোটের মুখে একগুচ্ছ এই প্রকল্পের উদ্বোধন খুবই তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন সরকারি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে।

গরীবদের কল্যাণে সরকার লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে। যার পরিণাম গোটা দেশ দেখছে বলে মন্তব্য করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, গত ১০ বছরে দেশের ২৫ কোটি মানুষ গরিবি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সরকার যে সঠিক পথে চলছে সেটাই এই ঘটনা প্রমাণ করে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর।

তবে বাংলার উন্নয়ন যে প্রধানমন্ত্রীর নজরে রয়েছে তা স্পষ্ট প্রকাশ পায় মন্তব্যে। বলেন, গোটা দেশের

এরপর ৩ পাতায়

কোণে ইন্ডিয়া তার প্রথম অত্যাধুনিক স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট

ম্যানুফ্যাকচারিং সুবিধা যুক্ত এসকেলেটর সরবরাহ করে

- 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রতিশ্রুতি জোরদার করতে ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট থেকে বিশ্বমানের পণ্য পরিসীমা অফার করে
- চেন্নাইয়ের কোণে টেস্টিং টাওয়ারে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয়ে
- এফ ৫ রিয়েলটরস কে এসকেলেটর বিতরণ করা

চেন্নাই/পুনে,২৯ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : কোণে এলিভেটর ইন্ডিয়া, কোণে কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ভারতে তার অত্যাধুনিক উতপাদন স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট সুবিধা যুক্ত তার প্রথম এসকেলেটর-এর সফল ডেলিভারি ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। এই পদক্ষেপটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আন্দোলনের প্রতি কোণে -এর প্রতিশ্রুতি এবং ভারতে তার উতপাদন ইউনিট থেকে বিশ্বমানের সমাধান সরবরাহ করার প্রচেষ্টার উপর জোর দেয়।

প্রথম এসকেলেটর সরবরাহ করার পর, কোণে ইন্ডিয়া বিশ্ব-মানের গুণমানের সাথে কাস্টমাইজড পণ্য পরিসীমা প্রদান করে এই গতিকে বজায় রাখতে চায়। এটি করার জন্য, ফার্মটি তার ভারতীয় উতপাদন ইউনিট, যা ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম লিফট উতপাদন সুবিধা লাভ করতে আগ্রহী।

এই অনুষ্ঠানে, কোণে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অমিত গোসাইন বলেন, "ভারতে আমাদের বিশ্বমানের উৎপাদন সুবিধা থেকে আমাদের প্রথম এসকেলেটরের সফল ডেলিভারি ঘোষণা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই অর্জন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রতি আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ' উদ্যোগ এবং ক্রমাগত উদ্ভাবনী সমাধান প্রদান করার জন্য আমাদের সংকল্প যা আমাদের গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে। আমরা এফ ৫ রিয়েলটরস কাছ থেকে আস্থা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ পুনের অন্যতম প্রধান রিয়েল-এস্টেট কোম্পানি, এই অংশীদারিত্ব আমাদের পণ্যগুলির একটি নতুন নকশা এবং কার্যকারিতা গঠনে সহায়ক হয়েছে। ১ম এসকেলেটর ডেলিভারির মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত যে আমরা একটি বিশ্বমানের পণ্য পরিসীমা অফার করতে সক্ষম হব যা গুণমান, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোণে ইন্ডিয়া কর্তৃক এসকেলেটরের প্রথম সেটের বিতরণ এবং সম্প্রতি চেন্নাইয়ের শ্রীপেরামবুদুরে এর টেস্ট টাওয়ার চালু করা হয়েছে। এটি ভারতের উল্লম্ব পরিবহন উতপাদন ক্ষেত্রে কোম্পানির যথেষ্ট বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ স্থানীয় প্রতিভাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, কোণে এর লক্ষ্য হল একটি সম্পূর্ণ পরিসরের উদ্ভাবনী এবং প্রিমিয়াম বিশ্ব-মানের লিফট এবং এসকেলেটর প্রদান করা যা তার গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে।

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে

বোমা ,অস্ত্র সহ ৩ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

মুর্শিদাবাদ: নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সদানন্দপুরে দশটি তাজা সকেট বোমা, দুটি আগ্নেয়াস্ত্র চার রাউন্ড গুলি সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। হরিহরপাড়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার আই সি অরুপ কুমার রায় সহ তার টিম হরিহরপাড়ার সদানন্দপুর বাগানে হানা দেয়, হানা দিয়ে তিন জনকে আটক করে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দশটি তাজা সকেট বোম্ব ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার রাউন্ড গুলি ।তারপরে গ্রেফতার করে তিনজনকে পুলিশ।ধৃতদের শুক্রবার বহরমপুর জেলা আদালতে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জেলা জজ আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র বোমা মজুদ করে রেখেছিল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ধৃতদের নাম মুরসেলিম সেখ , সেলিম শেখ ও সান মোহাম্মদ। ধৃতদের বাড়ি হরিহরপাড়া থানার সদানন্দপুর এলাকাতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত ব্যাক্তিরা পঞ্চায়েত ভোটের সময় এলাকায় উত্তপ্ত করে রেখেছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন অসামাজিক কাজের যুক্ত । হরিহরপাড়া থানার পুলিশ চাইছে লোকসভা নির্বাচনের আগে কোন রকমের অপৃতিকার ঘটনা যাতে না ঘটে । সেজন্য এখন থেকে চলছে তল্লাশি।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আটটি বাড়ি

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : স্টাফ রির্পোটার : গতকাল গভীর রাতের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আটটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লক এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলহর নদীর ওপারে থাকা রশিদপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রশিদপুর গ্রামে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। নদীর তীব্র হাওয়ায় গভীর রাতে আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই আগুনে রশিদপুর গ্রামের আটটি পরিবারের বাড়ি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন শেখ রাজু, শেখ সিরাজ, শেখ শাকিল, শেখ ফারুক, শেখ বাবলু, সিরাজুল, শেখ সাহেব। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি পুড়ে ছাই গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবার আবার গতকালই ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিলেন বাড়ি করার জন্য। আর সেই লোনের ৮০ হাজার টাকাও পুরোটাই পুড়ে যায়। এদিন সকালে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যান রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের বিডিও তাপস পাল। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সরকারি ত্রাণ তুলে দেন। এছাড়াও পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দেন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

ভারতের বৃহত্তম বস্ত্র উৎসব

ভারত টেক্স ২০২৪-এর সমাপ্তি

নয়াদিল্লি, ০১ মার্চ , ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতের বৃহত্তম বস্ত্র উৎসব ভারত টেক্স ২০২৪, ২৯ শে ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে শেষ হয়েছে। ভারত মন্ডপমে ৪ দিনের এই উৎসবের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধুমাত্র ভারত থেকেই নয় সারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খ্যাতনামা বস্ত্র সংস্থাগুলি এতে যোগ দেয়। খুচরো এবং প্রথম সারির বিক্রেতারাও এতে যোগদান করেন। বস্ত্র মন্ত্রকের উদ্যোগে ১১ টি বস্ত্র রফতানি প্রসার পর্ষদের একটি কনসোর্টিয়াম এই বহৎ উৎসবের আয়োজন করে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের পাশাপাশি বস্ত্র ক্ষেত্রে সুস্থায়ীত্ব রক্ষা ছিল এর মূল দিক। ৪ দিনের এই অনুষ্ঠানের নীতি নির্ধারকরা ছাড়াও ১১১ টি দেশ, আন্তর্জাতিক স্তরের সিইও, ৩৫০০ প্রদর্শনকারী, ৩০০০ ক্রেতাসংস্থা এতে যোগ দেয়। লক্ষাধিক দর্শক এতে ভিড় জমান। ২০ লক্ষ বর্গ ফিট এলাকা জুড়ে প্রদর্শন স্থলে বস্ত্র ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্রকে তুলে ধরা হয়। ভারত মন্ডপম এবং যশোভূমি এই দুই জায়গাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, তেলঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলি থেকে সরকারি প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন এবং রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব প্যাভেলিয়নও এখানে সাজান। কেন্দ্রীয় বস্ত্র, ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য, গণবন্টন এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল সিইও-দের গোলটেবিল বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। বস্ত্রশিল্পের সম্ভাবনাময় দিকগুলি এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়। বস্ত্রক্ষেত্রে ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে ৪ দিন ধরে ফ্যাশন প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। কেন্দ্রীয় সিল্ক পর্ষদ তাদের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। নানা বৈদেশিক অভ্যাগত থেকে শুরু করে উচচপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা এই বস্ত্র সম্মেলন ঘুরে দেখেন। শেষের দিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ এই বস্ত্র উৎসবে তাঁর নিজের রাজ্যের প্যাভিলিয়নটি ঘুরে দেখেন। ১০ হাজারেরও বেশি কারিগর এবং নকশা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এতে যোগ দেয়। ইন্ডিয়া টেক্স প্রকল্পের মতো বিভিন্ন উদ্যোগের সূচনা হয় এই ভারত টেক্স-এ। গবেষণা, উন্নয়ন, দক্ষতা প্রসার, উদ্যোগ এবং সুস্থায়ীত্বের বিষয়ে ৬৩টি সমঝোতাপত্র এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১-ম পাতার পর

ভাঙলেন নীরবতা, 'থাকতে চাইছি না', অকপট কুণাল

আমি দলের সৈনিক হিসেবেই থাকব। দয়া করে দলবদলের রটনা বরদাস্ত করবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সেনাপতি। তৃণমূল কংগ্রেস আমার দল।'

প্রসঙ্গত, কুণাল ঘোষের এক্স হ্যান্ডেলের প্রোফাইলে এদিন থেকে আর দেখা যাচ্ছে না তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়, পদ। শুধু লেখা জার্নালিস্ট, সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট। তা নিয়েই জল্পনা চলছিল। এরইমধ্যে একটি পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখা গিয়েছিল কুণালকে। লিখেছিলেন, 'নেতা অযোগ্য, গ্রুপবাজ, স্বার্থপর। সারাবছর ছ্যাঁচড়ামি করবে আর ভোটের মুখে দিদি, অভিষেক, দলের প্রতি কর্মীদের আবেগের উপর ভর করে জিতে যাবে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করবে, সেটা বারবার হতে পারে না।' তাঁর ওই পোস্ট নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছিল।

১-ম পাতার পর

৭ তারিখ বিজেপিতে মেগা যোগদান, গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে পারেন তৃণমূলের দুই হেভিওয়েট

দিতে চলেছেন অধিকারী পরিবারের আরেক সদস্য। তিনি দিব্যেন্দু অধিকারী।সৌমেন্দু অধিকারী আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এবার ভাই দিব্যেন্দুর পালা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ পদে থাকলেও দিব্যেন্দু দীর্ঘদিন ধরেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কিন্তু কখনও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট কোনও কথা বলেননি। এবার শোনা যাচ্ছে তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন।এবার যে অধিকারী পরিবারের কাউকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেবে না। সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেকারণে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তাঁর আরেক ভাইও বিজেপিতে যোগ দিতে। আগেই সৌমেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এবার পালা দিব্যেন্দুর অধিকারী। লোকসভা অধিবেশনের শেষ দিনে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বেশ খোস মেজাজে দেখা গিয়েছিল দিব্যেন্দু অধিকারীকে। তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়ছিল। বিজেপিতে যোগদানের ইঙ্গিত দিয়ছেন। যদিএ দিব্যেন্দু নিজে এই নিয়ে স্পষ্ট কোনও বার্তা দেয়নি। ধোঁয়াশায় রেখে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহল দুয়ে দুয়ে চার করছে। একদিকে শুভেন্দুর ৭ তারিখের ধামাকা আরেকদিকে দিব্যেন্দুর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য দুয়ে মিলিয়ে দলবদলের জল্পনা পারদ চড়েছে।

এদিকে আবার উত্তর কলকাতার এক তৃণমূল সাংসদের নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি নাকি টিকিট পাবেন না আঁচ করেই গেরুয়া শিবিরের পথে আগে থেকে পা বাড়িয়েছেন। তবে কে সেই সাংসদ তার নাম নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শাসক দলে এখন নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। একাধিক প্রবীণ নেতাকে এবার লোকসভা ভোটের টিকিট না দেওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই তালিকায় নাকি সুদীপ-সৌগতরা রায়েছে। যদিও কোনও তথ্যই শাসক দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। পুরোটাই জল্পনার ভিত্তিতে চলছে।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন মোদি

ভোটের প্রচারও শুরু করে দিলেন মোদি।

সন্দেশখালির নেতাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তৃণমূল বলেও দাবি করেন মোদি।

বৃহস্পতিবারই গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। সেই প্রসঙ্গে মোদির বক্তব্য, প্রায় ২ মাস ধরে অভিযুক্ত ফেরার ছিল। কেউ তো অভিযুক্তকে আড়াল করেছিল। বিজেপির চাপে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে তৃণমূল সরকার। চোটের জবাব ভোটে দেবেন বাংলার মানুষ বলেও হঁশিয়ারি দেন তিনি।

একইসঙ্গে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে ইন্ডিয়া জোটকেও একহাত নেন মোদি। বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে চোখ-কান-মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। মুখয়মন্ত্রীর কাছে জবাব চাওয়ার সাহস দেখায়নি কংগ্রেস-সিপিএম। দুর্নীতি, তোষনকে প্রশ্রয় দেওয়াই ইন্ডিয়া জোটের লক্ষ্য বলেও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

অন্য রাজ্যের মতো উন্নয়ন হোক বাংলাতেও

পাশাপাশি বাংলাতেও উন্নয়ন চাই। আর সে জন্যেই ৭২০০ কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন বলে মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর। একই সঙ্গে বাংলার রেল প্রকল্পের উন্নয়নের কথাও এদিন উঠে আসে তাঁর কথায়। বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নের জন্য ১৩ হাজার কোটির বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের যে বাজেট ছিল, তার তিনগুণ বেশি। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং বিদুতিকরণের কাজ করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝাড়খন্ডের ধানবাদে প্রধানমন্ত্রী ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার

একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেছেন

নয়াদিল্লি, ০১ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়খন্ডের ধানবাদে ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সার, রেল, বিদ্যুৎ এবং কয়লা। শ্রী মোদী এইচইউআরএল মডেল পরিদর্শন করেন এবং সিন্দ্রি কারখানার পরিচালন কক্ষটি ঘুরে দেখেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, আজ ঝাড়খন্ডে ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা হ'ল। এর জন্য তিনি রাজ্যের কৃষক, আদিবাসী জনসাধারণ সহ নাগরিকদের অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী সিন্দ্রি সার কারখানা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। "সিন্দ্রির কারখানাটি ছিল মোদীর গ্যারান্টি এবং আজ সেই গ্যারান্টি বাস্তবায়িত হ'ল"। ২০১৮ সালে এই কারখানার শিলান্যাস করেন তিনি। আর এখান থেকে উৎপাদন শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের নতুন পথ উন্মুক্ত হ'ল। তিনি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে আজকের দিনটির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিন্দুস্তান উর্বরক অ্যান্ড রসায়ন লিমিটেড (এইচইউআরএল) সিন্দ্রি সার কারখানাটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। ২০১৮ সালে এই কারখানার শিলান্যাস করেন তিনি। এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার যুবসম্প্রদায়ের উপার্জনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হ'ল। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের জন্য আজকের এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতি বছর ভারতের ৩৬০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। ২০১৪ সালে এদেশে মাত্র ২২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হ'ত। অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক ছিল। "আমাদের সরকারের উদ্যোগে গত ১০ বছরে দেশে ইউরিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০ লক্ষ মেট্রিক টন। রামাগুন্ডাম, গোরক্ষপুর এবং বারাউনির সার কারখনার পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি, এই তালিকায় সিন্দ্রি যুক্ত হ'ল। শ্রী মোদী বলেন তালচের সার কারখানাটিও আগামী দেড় বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। সেই কারখানাটি তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করে বলেন, এই ৫টি কারখানা থেকে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ঝাড়খন্ডে রেল বিপ্লবের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। নতুন রেলপথ এবং বিভিন্ন রেলপথের দ্বিতীয় লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচলের সূচনা ছাড়াও বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেওঘর ডিব্রুগড় রেল পরিষেবার মধ্য দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথ মন্দির এবং মা কামাক্ষ্যা শক্তিপীঠের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। ধানবাদ - চন্দ্রপুরা রেললাইন এই অঞ্চলকে নতুন পরিচিতি দেবে। বারাণসীতে তিনি বারাণসী কলকাতা রাঁচি এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, আগামী দিনে এই সড়ক প্রকল্পটি চাতরা, হাজারিবাগ, রামগড় এবং বোকারোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। ঝাড়খন্ডের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কম সময়ে যাতায়াত করা যাবে। পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহণে গতি আসবে। ফলস্বরূপ, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। শ্রী মোদী বলেন, "সরকার আদিবাসী সমাজ, দরিদ্র জনসাধারণ, যুবসম্প্রদায় ও মহিলাদের উন্নয়নে গত ১০ বছর ধরে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে ঝাড়খন্ডের জন্য কাজ করে চলেছে"। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে ভারত অন্যতম। গতকালই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের বিষয়ে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৩ - এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সময়কালে উন্নয়নের হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এর মাধ্যমে ভারতের দ্রুত উন্নয়ন প্রতিফলিত। এর ফলে, বিকশিত ভারতের জন্য আরও এক ধাপ এগোনো গেল। "বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে হলে বিকশিত ঝাড়খন্ড গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ"। তাই, তাঁর সরকার এই রাজ্যকে সবদিক থেকে সহায়তা করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে ভগবান বীরসা মুন্ডার অঞ্চল চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী ধানবাদে রওনা হওয়ার আগে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, বিভিন্ন স্বপ্ন পূরণের জন্য অঙ্গীকারগুলি আরও শক্তিশালী হবে। তিনি রাজ্যের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণাণ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চম্পাই সোরেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন মুন্ডা সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট:

ঝাড়খন্ডের সিন্দ্রিতে এক অনুষ্ঠানে সার, রেল, বিদ্যুৎ এবং কয়লার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খন্ডে ১৭,৬০০ কোটি টাকার বেশি বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, দেওঘর-ডিব্রুগড় ট্রেন পরিষেবা, টাটানগর ও বাদামপাহাড়ের মধ্যে দৈনিক মেমু ট্রেন পরিষেবা এবং শিবপুর স্টেশন থেকে দূরপাল্লার পণ্যবাহী ট্রেন চালু। সিন্দ্রিতে ৮,৯০০ কোটি টাকার বেশি একটি সার ও রসায়ন কারখানা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খন্ডের ছাতরায় উত্তর করণপুরা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম প্রথম ইউনিটটিও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন তিনি।

রমজানের আগেই 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন' দাবি নতুনধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পবিত্র রমজানের আগেই ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ ও দ্রব্যমূল্য কমানোর দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি। ১ মার্চ ২০২৪ সকাল বেলা ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে সভাপতির বক্তব্যে নতুনধারার চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী রমজানের আগেই 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়ে বলেন, এখন আর দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারছে না সরকার বা খাদ্য মন্ত্রণালয়, অতএব, রমজানের আগেই 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন' গঠন করে জনগণকে কসাইসময় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাত থেকে রক্ষার উদ্যেগ নিন। এতে প্রেরণা বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি ও নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, কেন্দ্রীয় সদস্য শেখ লিজা, আফতাব মন্ডল, হাওয়া বেগম, মনোয়ারা বেগম, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে মোমিন মেহেদী বলেন, একে তো স্বাধীনতার মাস, সেই সাথে আসন্ন পবিত্র মাহে রমজান, এমন পরিস্থিতিতে আমজনতা জেনে গেছে- তারা কারা, যারা নিজের আরাম-আয়েশী জীবন যাপনের কথা ভেবে ভয়াবহভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে উস্কানি দেয়ার পাশাপাশি পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য বারবার প্রস্তাব দিচ্ছে এবং বৃদ্ধি করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। যারা দেশের বাইরে শত শত বাড়ি করছে ছাত্র-যুক-জনতার রক্তচোষা অর্থে, তাদেরকে জনগণ কখনো ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না ইতিহাসও।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬০ সংখ্যা ০২ মার্চ, ২০২৪ শনিবার ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩০

বাংলায় কি প্রত্যাশা বাড়ছে বিজেপির?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বছর দেড়েক আগে এ রাজ্যে দাঁড়িয়েই বাংলার জন্য ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিলেন অমিত শাহ। তার পর থেকে ওই ৩৫-কেই লক্ষ্যমাত্রা ধরে এগোচ্ছেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। এমনকী শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে শোনা গিয়েছে, বাংলা থেকে যে ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা অমিত শাহজি বেঁধে দিয়েছেন, সেটা পূরণ করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।বিজেপি সূত্রের খবর, ৩৫-এর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই হিমশিম খেতে হচ্ছিল বঙ্গ নেতাদের। দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় নাকি আগেরবারের জেতা সব আসন ধরে রাখা নিয়েও সংশয় ধরা পড়েছে। সেখানে ৪২ আসনের লক্ষ্যপূরণ কীভাবে সম্ভব? প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই।অথচ সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীই যেন শুভেন্দুদের 'গুগলি' দিয়ে গেলেন। ৩৫ নয়, মোদি বলে গেলেন, লোকসভায় বাংলার সব আসনেই এবার পদ্মফুল ফোটাতে হবে। এতদিন এরাজ্যে বিজেপির বিস্তারে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সংখ্যালঘু ভোট। সে তথ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন। আরামবাগের মঞ্চে সে কথা স্বীকারও করেছেন মোদি। সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও জাহির করে গিয়েছেন তিনি। মোদি বললেন,"এতদিন ওদের একটাই ভরসা ছিল সংখ্যালঘু ভোট। এবার সংখ্যালঘু মা-বোনেরাও বিজেপিকে সমর্থন করবেন।"২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় বিয়াল্লিশে ৪২ আসনের ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃণমূলের ফলাফল সেবার ভালো হয়নি। এবার মোদিও সেই একইভাবে রাজ্যের সব আসনে পদ্ম ফোটানোর ডাক দিলেন। সেই সঙ্গে সুকান্ত-শুভেন্দুদের কাজটাও আরও কঠিন করে গেলেন। ৩৫ থেকে ৪২, হঠাত কেন লক্ষ্যমাত্রা বাড়ালেন মোদি? তাহলে কি সন্দেশখালির পর গেরুয়া শিবিরের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে? নাকি নেহাতই ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী? শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভাতেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোরগোড়ায় এনডিএ

লোকসভায় সেই শুরু থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। এতদিন যেটুকু খচখচানি ছিল সেটা ছিল রাজ্যসভা নিয়ে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগেই সেই খচখচানি মিটতে চলেছে। এবার রাজ্যসভাতেও কার্যত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগোচ্ছে গেরুয়া শিবির।মোদি সরকারের প্রথম পর্বে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এই রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় একাধিকবার আটকে যায় তিন তালাক বিল। আটকে যায় ভূমি সংস্কার বিলও। পরে বিজেডি এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মতো দলের সমর্থনে তিন তালাক বিল পাশ করায় মোদি সরকার। কিন্তু এরপর তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে এলে আর কোনও বিতর্কিত বিল পাশ করাতে অন্য দলের দিকে তাকাতে হবে না বিজেপিকে। নিজেদের জোটসঙ্গীদের সমর্থনেই বিল পাশ করাতে পারবে এনডিএ।আর মাত্র ৩টি আসন জিতলেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ।

এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় একা বিজেপির দখলে রয়েছে ৯৭টি আসন। আর ৩ আসন পেলেই ইতিহাস গড়ে ১০০ ছুঁয়ে ফেলবে গেরুয়া শিবির। আপাতত এনডিএর দখলে ১১৮টি আসন। এমনিতে রাজ্যসভায় মোট আসন ২৪৫। কিন্তু কেন্দ্রশাসিত কাশ্মীরের ৪ আসন ফাঁকা। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মনোনীত এক সদস্যের আসনও ফাঁকা। ফলে রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা আপাতত ২৪০। ম্যাজিক ফিগার ১২১। অর্থাৎ আর ৩ আসন জোগাড় করতে পারলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে এনডিএ।সদ্য শেষ হওয়া রাজ্যসভা নির্বাচনে ৫৬টি আসনের মধ্যে ৩০টিই যায় গেরুয়া শিবিরের দখলে। হিসাব মতো বিজেপির পাওয়ার কথা ছিল ২৮ আসন। কিন্তু হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে ক্রস ভোটিংয়ের জেরে দুটি বাড়তি আসন দখল করে ফেলেছে গেরুয়া শিবির। যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরও কাছে পৌঁছে দিল গেরুয়া শিবিরকে। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলে কোনও বিতর্কিত বিল পাশ করাতেই আর বেগ পেতে হবে না মোদি-শাহদের।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে তার সঙ্গেই এখন যুক্ত হয়েছে আরও একটা জিনিস - সরস্বতী পুজো মানে কিন্তু এখন বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-ও। যতই ১৪ ফেব্রুয়ারি হোক না কেন, সরস্বতী পুজোর দিন শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে হাত ধরে প্রেম করার স্বাদই কিন্তু আলাদা!তবে আজকের লেখায় রইল দেবী সরস্বতীকে নিয়ে নানা জানা-অজানা তথ্যের সন্ধান। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে আমি সংগৃহীত করেছিলাম। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়নের রাজ্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন নির্বাচিত হয়ে আছে ভারত বর্ষ তথা রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে। অথচ লোকাল প্রশাসন পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তেমনি ভাবে গুরুত্ব দেয় না বলে জানা যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা যদি না দেয়,তাহলে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সাংবাদিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামবে । পুলিশ প্রশাসনের আগে থেকেই কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর থাকার সত্বেও কেনই বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না । প্রশাসনের একাংশ চাইছে মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যাক। কেনই বা তাকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে না এ প্রশ্ন উঠেছে । এদিকে অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়ের আগেই ট্রল নিয়ে যা বললেন অনুপমের হবু স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় গায়ক অনুপম রায়। আগামী ২ মার্চ গায়িকা প্রস্মিতা পালের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন তিনি। বিয়ের খবরটি জানিয়েছেন অনুপম নিজেই।

এদিকে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে এসেছে পুরোনো প্রশ্নটাও। কারণ, গত ২৭ নভেম্বর পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ের করেন পরমব্রত। এই পিয়া অনুপম রায়ের সাবেক স্ত্রী। তাদের বিয়ে নিয়েও হয়েছিলো তুমুল আলোচনা-সমালোচনা।

তাদের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা হবে- সে জন্য কি অনুপমের হবু স্ত্রী প্রস্মিতা পাল মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন? এ প্রসঙ্গে ভারতীয় গণমাধ্যমকে প্রস্মিতা বলেন, 'নতুন একটা যাত্রা শুরু করতে চলেছি। আমি খুবই আশাবাদী। আমাদের চারপাশে সবাই ভালো থাকলে আমরা ভালোই থাকব। আমার মনে হয়, আমরা দুজন সুখী হলে নেতিবাচক কোনো কিছু আমাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

কথায়-কথায় প্রস্মিতা অনুপমের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেন। প্রস্মিতা বলেন, 'বিগত এক বছর ধরে আমরা সম্পর্কে রয়েছি। তারপর মনে হলো যে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এগোতে পারি। তারপরই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই।'

অনুপম এত বড় একজন স্টার। তবে কখনও এই স্টারডম দুজনের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেনি বলেই জানালেন প্রস্মিতা। তাঁর কথায়, 'অনুপমকে যে চেনে, তিনি জানেন সে একজন খুব সাধারণ ও ভালো মনের মানুষ। ওর যে এই সেলিব্রিটি সত্ত্বা, স্টারডম সেটা অন্তত ব্যক্তিগত জীবনে নেই। আমার কাছে ও সেই রকম তারকা নয়, আমার কাছে ও সেই মানুষ যাঁকে আমি বিয়ে করতে চলেছি। খুবই ভালো আর সিম্পল একজন মানুষ। ফলে এটা নিয়ে কখনও সমস্যা হয়নি। আশা করি পরেও হবে না।'

প্রখ্যাত গজলশিল্পী পঙ্কজ উদাস আর নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় গজলশিল্পী পঙ্কজ উদাস মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২। দীর্ঘদিন ধরে গায়ক নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

গায়কের কন্যা নায়াব উদাস ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে বাবার মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, পদ্মশ্রী শিল্পী পঙ্কজ উদাস ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন।

অনুষ্ঠান, অ্যালবাম ও ছবির গানে আশির দশককে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন পঙ্কজ। মূলত গজল গায়ক হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পান। ১৯৮০ সালে 'আহত' শিরোনামের গজল অ্যালবাম প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তার সংগীত দুনিয়ায় যাত্রা শুরু করেন। 'চান্দি জ্যায়সা রং', 'না কাজরে কি ধার', 'দিওয়ারো সে মিল কর রোনা', 'আহিস্তা', 'থোড়ি থোড়ি প্যার করো', নিকলো না বেনাকাব'-পঙ্কজ উদাসের গাওয়া অসাধারণ সব গজল আজও শ্রোতাদের মনের রসদ। 'নশা', 'পয়মানা', 'হসরত', 'হামসফর'-এর মতো বেশ কয়েকটি বিখ্যাত অ্যালবামও রয়েছে তার ঝুলিতে।

'চমকিলা'তে অভিনয়ে কেন রাজি হন পরিণীতি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনয়ের পাশাপাশি গান গাইতেও ভালবাসেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। বড় পর্দায় গায়িকা হিসেবেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন অনেক আগে। 'মেরি পেয়ারি বিন্দু'তে গান গেয়েছিলেন পরিণীতি।

এদিকে ইমতিয়াজ আলির পরবর্তী ছবি 'চমকিলা'র শুটিং শেষ করেছেন এই অভিনেত্রী। শুধু অভিনয় নয়, পরিণীতি নাকি এই ছবির অ্যালবামের জন্য গানও গেয়েছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বহু বার পরিণীতি জানিয়েছেন গান নিয়ে নতুন করে এগোতে চান। কয়েক দিন আগে গানের একক অনুষ্ঠানও করেছেন তিনি। পরিণীতির গায়িকা সত্তা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। এবার শুধুমাত্র এই কারণেই নাকি 'চমকিলা'তে অভিনয় করতে রাজি হন তিনি।

জানা গেছে, ইমতিয়াজের পরিচালনায় এই ছবিতে পরিণীতি নাকি একাই প্রায় ১৫টির মতো গান গাইবেন। সে কারণেই নাকি ছবির প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এ নিয়ে পরিণীতি বলেন, 'এই ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলাম শুধুমাত্র গান গাইতে পারব ভেবে।'

অভিনেত্রী বলেন, 'আমি একই সঙ্গে দুটো ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে প্রচুর। তবে আমার মনে হয়, আমি পারবো। আমি অতিরিক্ত কিছু ভাবতে চাই না। আমার পরিবার, বন্ধু, স্বামী, অভিনয় আর গান নিয়ে ভালো থাকতে চাই।'

যে কারণে ছোট ছেলেকে নিয়ে অপরাধবোধে ভোগেন কারিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের তারকা মায়েদের মধ্যে প্রথম সারিতেই রয়েছে কারিনা কাপুরের নাম। সম্প্রতি সাইফ-কারিনার ছোট ছেলে জাহাঙ্গীরের জন্মদিন পালন করা হয়। তিন বছর পূর্ণ করল সে। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আয়োজনে খামতি রাখেননি কারিনা। গোটা কাপুর পরিবার এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সকলকে নিয়ে বড়সড় পার্টি দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তিন বছরের জন্মদিন উপলক্ষে চুলে নতুন ছাঁট, নতুন জামা পরে সারাদিন হইহই করতে দেখা যায় ছোট্ট জেহকে। নানা রণধীর কাপুরের বাড়িতে জন্মদিনের আয়োজন করা হয়। সব কিছু ভালভাবে মিটলেও ছোট ছেলেকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই অপরাধবোধে ভোগেন কারিনা।

বাবা-মা দু'জনই তারকা। তারা সব সময় কাছাকাছি থাকতে পারেন না। তাদের সঙ্গ ছাড়াই বড় হতে হবে, এসব বুঝে গেছে বড় ছেলে তৈমুর। সে তার বয়সের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে, জানেন মা কারিনা কাপুর।

তিনি জানান, ছোট ছেলে জাহাঙ্গীরও এখন ভাইয়ের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক কিছুই দ্রুত শিখছে। তবু জেহকে সময় দিতে না পারলে মনখারাপ হয় কারিনার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, জেহের জীবনের প্রথম কনসার্টে থাকতে পারিনি। সে জন্য অপরাধবোধে ভুগী।

করিনার কথায়, "জেহের যখন কনসার্ট ছিল, তখন একটা বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম। সাইফ ব্যস্ত ছিল ওর পরবর্তী ছবির রিহার্সালে। তবু সেদিন সাইফই সামলান ছেলের কনসার্টের দিনটা।"

যদিও কারিনা জানান, এ বছর মিস করলেও পরের বছর ছেলের সঙ্গে ওর অনুষ্ঠান দেখতে যাবেন। কারণ এই অপরাধবোধ নিয়ে তিনি সারাজীবন থাকতে পারবেন না, এছাড়াও ছেলের জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থাকতে চান কারিনা।

সিঙ্গাপুরের স্কুল থেকে বহিষ্কার হয়েছেন কাজল-কন্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অজয় দেবগান ও কাজল, বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি। তাদের অসংখ্য ভক্ত রয়েছে গোটা ভারতে। তবে কেবল তারাই নন।

অজয় দেবগান ও কাজল ছাড়াও তাদের পরিবারে আরও একজন রয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ভক্তের সংখ্যা। যদিও বলিউডে এখনও তার অভিষেক হয়নি। তবে তার আগেই নানা বিতর্ক রয়েছে তাকে নিয়ে। তিনি হলেন অজয় ও কাজলের কন্যা নিসা দেবগান।

পার্টি করতে ভালবাসেন নিসা। বিভিন্ন সময় পার্টি থেকে টলমল পায়ে বের হতে দেখা গেছে তাকে।

কখনও আবার পোশাকের কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন এই তারকা-কন্যা। পরিচিতি যেমন হয়েছে, তেমনই এই পরিচিতির কারণে বিড়ম্বনাও পোহাতে হয় নিসাকে।

এবার এক অন্য ঝামেলার কথা শোনা গেল নিসাকে নিয়ে। তরুণী নিসা এই মুহূর্তে পড়াশোনা করছেন সুইজারল্যান্ডে।

কিন্তু একটা লম্বা সময় তিনি স্কুলজীবন কাটিয়েছেন সিঙ্গাপুরে। যে স্কুলে পড়তেন, সেখান থেকে নাকি বহিষ্কৃত হন কাজল-কন্যা!

অজয়-কাজল কন্যা ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে অভিনয়কেই বাছবেন কি না, তা এখনও খোলাসা করেননি।

তবে এই মুহূর্তে জীবনকে উপভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য নিসার। সেবার জীবন উপভোগ করতে গিয়েই কি বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন?

ছোট থেকে নিসা পড়াশোনা করেছেন সিঙ্গাপুরের একটি স্কুলে। কিন্তু স্কুলজীবন শেষ করেন মুম্বাইয়ের ধীরুভাই আম্বানী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে।

স্বাভাবিকভাবেই খটকা লাগে অনেকের। যদিও শাহরুখ খানের ছেলেমেয়ে থেকে কারিনার কাপুরের দুই ছেলে, সকলেই এই স্কুলের শিক্ষার্থী। তবে নিসার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। মায়ানগরীর কানাঘুষা, কাজল-কন্যাকে নাকি বের করে দেওয়া হয়েছিল স্কুল থেকে।

সেই কারণে মুম্বাইতে ফিরে শেষ করেন স্কুলজীবন। যদিও সত্যিটা কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

তবে বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের গিলন ইনস্টিটিউট থেকে হসপিট্যালিটি নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন নিসা।

শূন্যতা মাড়িয়ে

বাজবল গুড়িয়ে সিরিজ ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনিংসের ৬০তম ওভারে দুই ছক্কা হাঁকালেন শুভমন গিল। পরের ওভারে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাঁচি টেস্টে ৫ উইকেটের জয় তুলে নিল ভারত। অনেকগুলো শূন্যতা মাড়িয়ে ইংল্যান্ডের বাজবল তত্ত্বকে ছক্কা মেরেই ৩-১ ব্যবধানে সিরিজে লিড নিল স্বাগতিকরা। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজও ঘরে তুললো। অথচ ঘরের মাঠে এই সিরিজে দলের সেরা তারকা বিরাট কোহলিকে পাচ্ছে না ভারত। কেএল রাহুল চারটির মধ্যে তিনটি টেস্ট মিস করেছেন। রবীন্দ্র জাদেজা ছিলেন না এক টেস্টে, রাঁচি টেস্টে বিশ্রামে ছিলেন জাসপ্রিত বুমরাহ। অশ্বিন রাজকোট টেস্টের মধ্যে দল ছেড়ে অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়ে অর্ধেক ম্যাচ মিস করেন। এসব শূন্যতা মাড়িয়েই বাজবল তত্ত্ব গুড়িয়ে দিল রোহিত শর্মার দল। রাঁচি টেস্টের লাগাম শুরুতে সফরকারী ইংল্যান্ডের হাতে ছিল। টস জেতা মানেই ভারতে বড় সুবিধা পেয়ে যাওয়া। ইংল্যান্ড সেটার সুযোগ নিয়ে ফ্রেশ উইকেটে প্রথম ইনিংসে ৩৫৩ রান তুলেছিল। দলটির ওপেনার জ্যাক ক্রলি ৪২ রানের ইনিংস খেলেন। অফ ফর্মে থাকা জো রুট ১২২ রানের লড়াকু ইনিংস দেখান। এছাড়া বেয়ারস্টো ৩৮ ও বেন ফোকস ৪৭ রানের ইনিংস খেলেন। লোয়ারে পেসার রবিনসন ৫৮ রান করে দলের সংগ্রহ বড় করে দেন। জবাব দিতে নেমে প্রথম ইনিংসে ভারত ৩০৭ রান তোলে। যার পুরো কৃতিত্ব তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটার ধ্রুব জুরেলের। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা ২৩ বছরের এই ব্যাটার ৯০ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন। লোয়ারের ব্যাটারদের নিয়ে খেলা তার ওই ইনিংসের কারণে মাত্র ৪৬ রানের লিড পায় ইংল্যান্ড। এর আগে ভারতের তরুণ ওপেনার জশস্বী জয়সোয়াল ৭৩ রান করেন। শুভমন গিল ৩৮ ও কুলদীপ যাদব খেলেন ২৮ রানের ইনিংস। লিড পাওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৫ রানে অলআউট হয়ে যায়। তাদের ধসিয়ে দেওয়ার কাজটা করেন অভিজ্ঞ রবিশচন্দন অশ্বিন ও কুলদীপ যাদব। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট শিকারি হওয়ার পথে অশ্বিন ৫ উইকেট তুলে নেন। কুলদীপ নেন ৪ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের জ্যাক ক্রলি ৬০ রান ও বেয়ারস্টো ৩০ রান করেন। জয়ের জন্য ভারত ১৯২ রানের লক্ষ্য পায়। জবাব দিতে নেমে রোহিত শর্মা ও জয়সোয়াল দলকে জয়ের পথে তুলে নেন। জয়সোয়াল ৩৭ রান করে ফিরে যান। ওপেনিং জুটিতে ৮৪ রান তোলে ভারত। রোহিত খেলেন ৫৫ রানের ইনিংস। পরে রজত পতিদার ও সরফরাজ খান শূন্য করে আউট হলে ধ্রুব জুরেল ৩৯ রান করে দলকে জেতান। শুভমন গিল ৫২ রানের হার না মানা ইনিংস খেলে বড় অবদান রাখেন।

বিচ ফুটবল বিশ্বকাপে ব্রাজিলের স্বপ্নের হেক্সা মিশন পূরণ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। গত কাতার বিশ্বকাপে হেক্সা মিশনে মাঠে নেমেছিল সেলেসাওরা। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। ব্রাজিল জাতীয় দল হেক্সা মিশনের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারলেও ফিফা বিচ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা ঘরে তুলেছে ব্রাজিল। ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিচ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালিকে ৬-৪ গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছে ব্রাজিল। ফাইনালে এক রদ্রিগোর কাছেই পরাস্ত হয় ইতালি। রদ্রিগো একাই করেন তিন গোল। একটি করে গোল করেন ব্রুনো জেভিয়ার এবং ব্রেন্ডো। আর একটি আত্মঘাতী গোল হয়। অপরদিকে ইতালির হয়ে জোড়া গোল করেন ফাজ্জিনি ও জেনোভালি। চার গোল করেও লাভ হয়নি ইতালির। শিরোপা ওঠে ব্রাজিলের হাতেই। এবারের বিচ ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৫-৩ গোলে হারানোর পর শক্তিশালী পর্তুগালকে ৩-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। টানা দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় তাদের। শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতে অপরাজিত থেকেই গ্রুপপর্ব শেষ করে সেলেসাওরা।

এর আগে আসরের গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৫-৩ গোলে হারানোর পর শক্তিশালী পর্তুগালকে ৩-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। টানা দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় তাদের। শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতে অপরাজিত থেকেই গ্রুপপর্ব শেষ করে সেলেসাওরা। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানকে ৮-৪ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ব্রাজিল।

শেষ চারে ইরানের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে ওঠে ব্রাজিল। এদিকে ব্রাজিলের কাছে ফাইনাল হেরে বিচ ফুটবলে আরও একবার কপাল পুড়ল ইতালির। এর আগে আরও দুইবার ফাইনালে হেরেছে ইউরোপের দলটি।

এবার কি টেস্ট অভিষেক হবে গুরবাজের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি দলটির আস্থার নাম। সাদা বলের দুই ফরম্যাটে গুরবাজ নিয়মিত মুখ হলেও, এখন পর্যন্ত তারা টেস্ট অভিষেক হয়নি। হয়তো তার ৫ বছরের সেই অপেক্ষার প্রহর কাটবে এবার। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট ম্যাচের স্কোয়াডে গুরবাজকে রেখেছে আফগানরা।

২৮ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে একমাত্র টেস্ট ম্যাচের সিরিজ খেলতে নামবে দল দু'টি। যার জন্য আফগান ক্রিকেট বোর্ড ১৬ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে। সেখানে রয়েছেন আফগানিস্তানের হয়ে সবমিলিয়ে ৯০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা গুরবাজ।

হাশমতউল্লাহ শহিদীর নেতৃত্বে আইরিশদের বিপক্ষে এই টেস্ট খেলবে আফগানিস্তান। যদিও তিনি তার সেরা অস্ত্র রশিদ খানকে এখনও পাচ্ছেন না। তাকে ছাড়া সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার মাটিতেও সিরিজ খেলেছে শহিদী-মোহাম্মদ নবিরা। মূলত পিঠের অস্ত্রোপচার থেকে এখনও সেরে না ওঠায় স্কোয়াডে নেই তারকা লেগ স্পিনার রশিদ। তার পরিবর্তে স্পিন বিভাগের শক্তি বাড়াতে ডাক পেয়েছেন খলিল গুরবাজ। পেস বোলার ইব্রাহিম আব্দুলরহিমজাইকেও ফেরানো হয়েছে। চোটের কারণে রাখা হয়নি ইয়ামিন আহমাদজাই ও মোহাম্মদ সালিম সাফিকে।

লরিয়াসের জন্য মনোনীত

মেসি-হ্যালান্ড-বেলিংহাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির বাড়িতে পুরস্কার রাখার জায়গা নেই। তার অষ্টম ব্যালন ডি'অরও বার্সেলোনার জাদুঘরে দিয়ে দিয়েছেন। গোল্ডেন বুটসহ অন্যান্য পুরস্কারও আছে বার্সার জাদুঘরে। এরই মধ্যে আরও এক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে তালিকায় আছেন আরও দু'জন। তারা হলেন- ম্যানচেস্টার সিটির তরুণ স্ট্রাইকার আর্লিং হ্যালন্ড এবং রিয়াল মাদ্রিদের ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। মেসি যে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তা হলো- লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড। এর মধ্যে মেসি ও হ্যালান্ড লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অব দ্য ইয়ারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। তাদের সঙ্গে ওই তালিকায় আছেন নোভাক জোকোভিচ, মুন্ডো ডুপলানটিস, ম্যাক্স ভার্সাটাপেনরা। ২০ বছর বয়সী জুড বেলিংহাম লরিয়াস ওয়ার্ল্ড ব্রেক থ্রু অব দ্য ইয়ারের তালিকায় আছেন। লিন্ডা কেইসেদো, কোকো গাউফ, সালমা প্যারালাউলোরা। মেসি এবার লরিয়াস জিতলে এক বছরে পুরস্কারের হ্যাটট্রিক হবে তার। গত ১২ মাসের মধ্যে তিনি ব্যালন ডি'অর ও ফিফা দ্য বেস্ট জিতেছেন।

রোনালদোর ৭৫০ গোলের মাইলফলক,

জয় পেল আল নাসের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স পেরিয়ে গেছে ৩৯ বছর, কিন্তু প্রতিপক্ষের গোলমুখে এখনও সেই আগের মতোই ধারাল ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। মাঠে নামলেই গোল করছেন তিনি। আল শাবাবের বিপক্ষেও শুরুতে পথ দেখালেন দলকে। স্পর্শ করলেন নতুন এক মাইলফলক। রোমাঞ্চকর জয় পেল আল নাসের।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে ২৫ ফেব্রুয়ারি দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিল পয়েন্ট টেবিলের ১১ নম্বর দল আল শাবাব। দুবার পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়ায় তারা। তাতে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়ে যায় আল নাসের। তবে আন্দেরসন তালিসকা তা হতে দেননি। শেষ দিকে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান গড়ে দেন তিনি। ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসের।

প্রতিপক্ষের মাঠে ২১তম মিনিটে সফল স্পট কিকে মাইলফলক ছোঁয়া গোলটি করেন রোনালদো। শাবাবের ডি-বক্সে তাদের ইয়াগো সান্তোসের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টিটি দেন রেফারি। ক্লাব ফুটবলে পর্তুগিজ তারকার মোট গোল হলো ৭৫০টি। আর ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে সংখ্যাটা ৮৭৭।

এই বছরে চার ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই গোল করলেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার জালের দেখা পেলেন টানা ৯ ম্যাচে। ২২ গোল করে আছেন আসরের গোলদাতার তালিকার শীর্ষে।

প্রথমার্ধের শেষ সময়ে সমতা টানেন ইয়ানিক কারাসকো। তবে বিরতির পর খেলা শুরু হতেই তালিসকার গোলে ফের এগিয়ে যায় আল নাসের। এই দফায় অবশ্য বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি আল নাসের। ৬৭তম মিনিটে কার্লোসের লক্ষ্যভেদে আরও একবার সমতায় ফেরে শাবাব।

৮৬তম মিনিটে জয়সূচক গোলের দেখা পায় আল নাসের। সতীর্থের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। লিগে আল নাসে্রর এটি টানা ষষ্ঠ জয়। ২১ ম্যাচে ১৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলা আল হিলাল ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।

শেষ সময়ে মেসির গোলে হার এড়ালো মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষের পর যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটের খেলা চলছে। জর্দি আলবার সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়ায় দারুণভাবে বল জালে পাঠিয়ে ইন্টার মায়ামিকে পরাজয় থেকে উদ্ধার করলেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে বাংলাদেশ সময় আজ সোমবার সকালে এলএ গ্যালাক্সির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে ইন্টার মায়ামি। নিজেদের মাঠে ৭৫তম মিনিটে দেজান ইয়োভেলিচের গোল এগিয়ে দেয় গ্যালাক্সিকে। কিন্তু প্রতিপক্ষ দলে একজন মেসি ছিলেন বলে ৩ পয়েন্ট পাওয়া হলো না তাদের। বল দখলের লড়াইয়ে মায়ামি এগিয়ে ছিল যোজন যোজন। তবে বল পায়ে রাখা মানেই যে দাপট নয়, সেটিও ফুটে ওঠে এ দিন। ম্যাচের ৬৪ শতাংশ সময় বল ছিল মায়ামির। কিন্তু গোলে শট নিতে পারে তারা ১১টি, এর মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৫টি। ৩৬ শতাংশ সময় বল রেখেও গ্যালাক্সির গোলে শট নেয় ২৪টি, লক্ষ্যে ছিল ৯টি।

মায়ামির পয়েন্ট পাওয়ার আরেক নায়ক ডেরেক ক্যালেন্ডার। ৮টি সেভ করেন এই গোলকিপার। দলকে বড় বিপদ থেকে বাঁচান তিনি ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটেই। বক্সের ভেতর মায়ামির সের্হিও বুসকেতস ফাউল করলে পেনাল্টি পায় গ্যালাক্সি। পেনাল্টি শট নেন বুসকেতসের সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ রিকি পুজ। শটে জোরও ছিল বেশ। তবে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দারুণভাবে তা ঠেকিয়ে দেন ক্যালেন্ডার। ২৯তম মিনিটের পুজের আরেকটি গোলার মতো শটের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ান ক্যালেন্ডার। তার হাতে লেগে ক্রসবারে লাগে বল।

প্রথমার্ধে গোলে ১২টি শট নেয় গ্যালাক্সি, ২টি মায়ামি। গোল পায়নি কোনো দলই। ৬৬তম মিনিটে গ্যালাক্সির মিকি ইয়ামানের শট লাগে ডান পোস্টে। অবশেষে ৭৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। এবারও জোরালও শট নেন সেই পুজ। তবে তা ঠেকিয়ে দন ক্যালেন্ডার। ফিরতি বল পান মার্কো ডেলগাডো। তিনি বল ধরে বাড়িয়ে দেন ফাঁকায় থাকা ইয়োভেলিচকে। সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড ভুল করেননি বল জালে পাঠাতে। এগিয়ে যাওয়ার পর শেষ সময়টুক রক্ষণেই বেশি মনোযোগ দেয় গ্যালাক্সি। এই পরিক্রমায় ভুল করে বসেন ডেলগাডো। ৮৮তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে গ্যালাক্সির মিডফিল্ডারকে। পরের মিনিটেই মেসির শট একটু জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়।

এর তিন মিনিট পরই সেই গোল। মেসি পাস দিতে চেয়েছিলেন আলবাকে, কিন্তু গ্যালাক্সির একজন তা ঠেকিয়ে দিলেও তিনি ভুল করে আবার বল দিয়ে বসেন মেসিকেই। এবার তাকে কাটিয়ে মেসি বল বাড়িয়ে দেন বাঁদিক থেকে আগুয়ান আলবাকে। এই ডিফেন্ডার আলতো করে বল ফেরত দেন মেসিকে। তিনি বল পেয়ে বক্সের ভেতর এগিয়ে দেন আবার আলবাকে। বার্সেলোনায় বছরের পর বছর একসঙ্গে খেলে এই যোগাযোগ তো তাদের স্বয়ংক্রিয়! বক্সের ভেতর বাঁ প্রান্ত থেকে তিন ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে আলবা বল বাড়িয়ে দেন মেসির দিকে। জটলার ভেতর থেকেই নিখুঁতভাবে বল জালে জড়ান মেসি। জয় দিয়ে লিগ শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে একটি পয়েন্ট পেলেন মেসিরা। গ্যালাক্সি লিগ শুরু করল পয়েন্ট হারিয়ে।

বার্সাকে পেছনে ফেলে

সেরা দুইয়ে জিরোনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেটাফেকে ৪-০ গোলে হারিয়ে জিরোনাকে তিনে নামিয়ে সেরা দুইয়ে উঠেছিল বার্সেলোনা। তখন জিরোনা থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল বার্সা।

দুই দিন পর গতকাল সোমবার রাতে রায়ো ভায়েকানোকে হারিয়ে সেরা দুইয়ে নিজেদের জায়গা ফের দখল করে নিয়েছে জিরোনা। ঘরের মাঠে এই ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান তারকা সেভিওর শেষ সময়ের জোড়া গোলে ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে তারা।

দারুণ এই জয়ে ২৬ ম্যাচে জিরোনার পয়েন্ট ৫৯। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৫৭। একই সমান ম্যাচ খেলে লা লিগার শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৬৫।

চলতি মৌসুমে দারুণ চমক দেখিয়েছে জিরোনা। এই মৌসুমে তারা শুরুর দিকে টানা ১৫ ম্যাচে অপরাজিত ছিল। রিয়ালের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছেও হারে ৩-২ গোলে। টানা দুই হারে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় জিরোনা। এরপর আবার জয়ে ফিরে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি।

এই ম্যাচে প্রথমার্ধ ছিল গোলশুন্য। যদিও কয়েক দফা আক্রমণ ছিল জিরোনার। তবে গোল করতে পারেনি তারা। অবেশেষে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে সেই অচলাবস্থা ভাঙতে জিরোনা।

ম্যাচের ৫২ মিনিটে জিরোনার হয়ে গোল করেন ভিক্টর সায়ড়গানকোভ। গোল হজমের পর ম্যাচের ৭৬ মিনিটে পেপ চাভারিয়া লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ভায়েকানা। এই দুর্বলতার সুযোগে অতিরিক্ত সময়ে আরও দুটি গোল করে ব্যবধান বাড়ায় তারা।

অবশেষে ৩-০ গোলে জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়ে জিরোনা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR